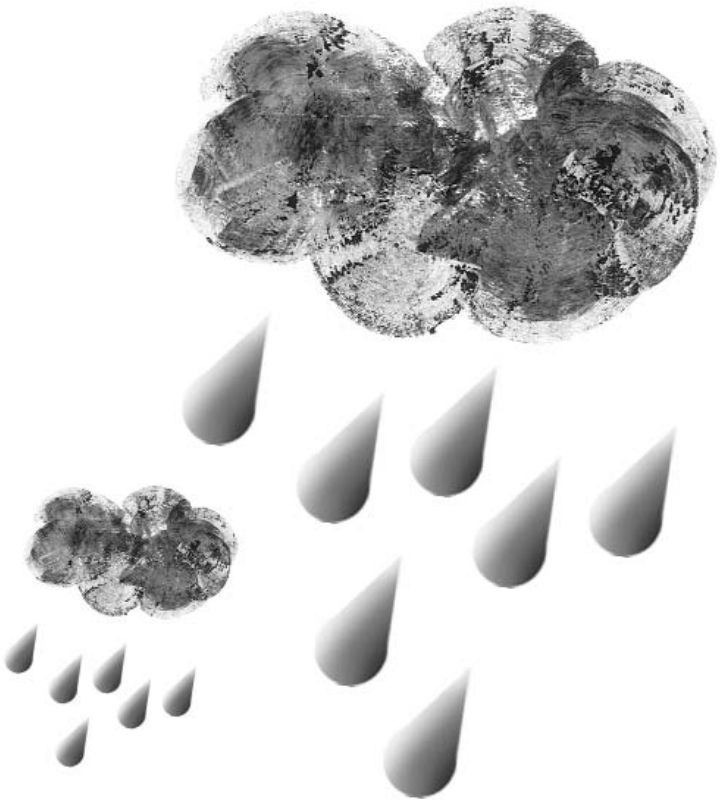

জরিন ও পরীনের গল্প

জাহিদুল হক

ইনজামামও এক সময়ে টের পেতে শুরু করলো যে, বৃষ্টির দিনগুলো খুবই আরামের। অবশ্য তার জন্যে ঘরে থাকার সুযোগ থাকতে হয় এবং বাজার-হাট কিংবা অন্য কোনো কাজে যদি বাইরে যেতে না হয়। এটা জরিনের প্রভাব।

বৃষ্টি এলে ময়ূরের মতো যেন নেচে ওঠে জরিন। ইতিমধ্যে জরিনের শরীরের মধ্যে সম্ভাব্য সেই নেচে ওঠার মুদ্রাগুলো ঝরতে শুরু করেছে। জরিন ঘন বৃষ্টিতে মনে মনে যদ্দুর সম্ভব বিস্তৃত করে পেখম মেলে।

ইনজি ভাবে, আসলে কে নাচে। ময়ূরীর তো পেখম নেই, আছে ময়ূরের এবং স্বাভাবিকভাবে সে-ই নাচে!

ইউনিভার্সিটি ক্লাসমেট ইমনের সঙ্গে এই নিয়ে খুব তর্ক হয়েছিল। তারপর নিশ্চিত হয়েছিলো তথ্য জোগাড় করে। অবশ্য বহু বিষয়ে তথ্য নিয়েও ইনজামাম শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে পারে না। গ্রিনিচমান সময়টা নিয়েও ইনজি এখনো মাঝেমধ্যে কনফিউস্‌ড হয়ে থাকে। ভাবে, গ্রিনিচমানটা আসলে কাদের!

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ইনজামামকে ইনজি বলে জরিন। এই ইনজি হয়ে ওঠার পেছনে পাকিস্তানি ক্রিকেট তারকা ইনজামামেরও একটা প্রভাব থাকতে পারে। ক্রিকেট বিশ্ব ওকে ইনজি বলে ডাকে। আদর করে ডাকে।

আর ইনজি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে জরিনকে বলে পরীন। পরী থেকে পরীন।

কিন্তু আজকের এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ইনজি মানসিকভাবে খুব সচ্ছলতা বোধ করল না। বরং জরিনের জন্যে একটা ব্যথাই বোধ করলো সে। কারণ কখন জরিনের পেটে সন্তান আসবে তার নেই ঠিক-ঠিকানা। অথচ জরিন এমন একটা বিশ্বাস আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে থাকে, যেন আগামীকালই ঘর আলো করে তাদের ঘরে আসবে একটি ছোট্ট মানবশিশু!

ইনজামামের ধৈর্য অনেক বটে। কিন্তু বিয়ের প্রায় চার বছরের মাথায় জরিনের ওই অধৈর্যতা ইনজির মধ্যেও একটা দোলা তৈরি করে।

ইনজি কি জরিনের শারীরিক ত্রুটি নেই। ডাক্তারও বলে দিয়েছে, ঘরে সন্তান আসাটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

একটু ধৈর্য ধরো। ইনজি জরিনকে সাহস দেয়।

ইনজামাম একটি চটের ব্যাগ এবং ছাতা হাতে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে এ রকমই, পছন্দের খাবারের জন্যে পাখির মতো ফুড়ুং করে যখন-তখন বাজারে চলে যেতে পারে।

ইনজি বাজার থেকে ফিরতে ফিরতে জরিন একটু বিছানায় গড়িয়ে নেয়। কতোক্ষণ আর লাগবে ইনজামামের ফিরতে। বড়জোর আধঘন্টা, যেহেতু রাস্তার ওপারেই বাজার।

জরিন জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। এতোক্ষণে আকাশটা আরো অন্ধকার হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বাতাসের আর আকাশে মেঘেদের পাগলামিটাও বেড়েছে।

জরিন এমন সময়ে হঠাৎ ফের তার তলপেটের মধ্যে কেমন যেন একটা তীব্র অনুভূতি টের পেতে শুরু করে। সে হাত দিয়ে ফের পেটটাকে খামছে ধরে।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে আবারও একবার ফিরে গেলো তার জীবনের সবচাইতে দুঃখের দিনটিতে। জরিন এখনো ভাবে, আহা! তার জীবনের সবচাইতে দুঃখের দিনটি এ রকম মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার বৃষ্টির দিন না হলেই তো ভালো হতো!

তার দুঃখের দিনটি, অর্থাৎ ওই দিনটি কড়া রোদে তপ্ত একটি দিন হলে কী ক্ষতি হতো।

জরিনের মনে পড়ে, তার বান্ধবী দোলনই সেদিন সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। ডাক্তার রোকেয়া আলির ক্লিনিকেই জরিন তার শরীরের ভেতরে বেড়ে ওঠা আর একটি ছোট্ট শরীরকে প্রাণহীনতার মধ্যে ফেলে এসেছিলো। ফেলে এসেছিলো কান্নার ভেতরে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পরেও, ক্লিনিকে যাবার সময় খুবই কেঁদেছিলো জরিন তার ডাক্তার বান্ধবী দোলনকে ধরে। জরিন বলেছিলো, না গেলে কি হয় না রে দোলন? না গিয়ে কী করবি তুই? ওই নরপশুর রক্তকে বহন করবি?

কিন্তু এটা তো আমারও রক্ত। ওকে আমি মানুষ করবো।

শোন জরিন, কথাটা বলা যতো সহজ, বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া শারীরিক কারণেও তোর আর দেরি করা উচিত নয়।

দোলন, আমি, শিশুটিকে নিয়ে ফরিদের কাছে আবার যাবো। বলবো, ফরিদ, দেখো এটা আমাদের ভালোবাসারই ফসল।

দোলন জরিনের কথা শুনে বিরক্ত হতে হতেও হেসে ফেলেছিলো সেদিন। সিনেমা হলে আমি কিন্তু তোর কথায় সায় দিতাম জরিন। কিন্তু জীবনটা তো আর সেলুলয়েডের ফিতা নয়!

দোলন জরিনের হাত ধরে হেঁচকা টান মেরেছিলো সেদিন।

চল, আর দেরি নয়। তোর একটা ভুলের জন্যে তোর জীবনটাকে নষ্ট করার অধিকার বিধাতা তোকে দেয়নি। চল, ওঠ!

বাইরে বেরিয়ে এসে জরিনকে নিয়ে একটি রিকশায় চেপে বসেছিলো দোলন। সেই দিনটাও ছিলো আজকের এই দিনটার মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভারাক্রান্ত। আকাশে মেঘ, দমকা বাতাস আর ঝরঝর ঝরে পড়া বৃষ্টি।

কিন্তু দোলন, রিকশায় বসে জরিন বলেছিলো, আমি তো ভবিষ্যতে অন্য আর একটি পুরুষের কাছে যাবো নাকি? প্রেমের জন্যে, বিয়ের জন্যে, জীবনযাপনের জন্যে। সেদিন আমি কোন মুখে যাবো?

কেন, নারী হিসেবে এখানে তোর ভূমিকা কী? এখানে কেউ কাউকে ঠকায়, তাহলে সে তো পুরুষ।

কিন্তু আমি তো আমার জীবনের অংশটুকুন তার কাছে খুলে দিতে পারবো না। জরিনের কণ্ঠস্বর ভেঙে এসেছিলো।

সব সত্য বলবার দায় শুধু নারীদের, পুরুষদের নয়? দেখ জরিন, মানুষ সব সত্যকেই সব সময় তুলে ধরতে পারে না। কেউ পারে না।

জরিন তারপর বলেছিলো, এটাই কি তাহলে আমার ভাগ্য, দোলন? রোকেয়া আলীর ক্লিনিকের সামনে বিকশা থেকে নামতে হাহাকার করে উঠেছিলো জরিন।

কণ্ঠস্বর দৃঢ়তা থাকলেও সেদিন দোলনেরও দুটো চোখ ভিজে উঠেছিলো। জরিনকে প্রায় জড়িয়ে ধরে রোকেয়া আলীর ক্লিনিকে গিয়ে ঢুকেছিলো দোলন।

বিছানা থেকে উঠে এসে জানালার পাশে দাঁড়ালো জরিন। পাগল বাতাস জরিনের কপালের চূর্ণ চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে উড়িয় নিতে চাইলো যেন। তার শাড়ির আঁচল পতপত করে উড়লো। একবার ভাবলো আর সেইমতে ব্যালকনিতেও গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে বাতাসের দাপট আরোও বেশি। বাতাসের তোড়গুলো যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। দূরে যে আকাশটা ছিলো নীল, সে এখন মেঘে মুহ্যমান হয়ে যেন নামতে চাইছে জরিনদের অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটার ওপর। মিসেস সামাদ এখন কী করছেন, কে জানে? তার বাচ্চাটি এখন কি ঘুমিয়ে রয়েছে, না কি জেগে উঠে হাত-পা নাড়ছে?

জরিনের হঠাৎ মনে হলো, সে এখন আর এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নেই। তার পিঠে এখন ডানা গজিয়েছে। এবং জরিন এখন পরীর মতনই উড়ছে। ওর মনে হলো, জরিন খুবই মগ্ন জরিনের ভেতরে। কল্পনায় সে অ্যাপার্টমেন্টটার সামনে রাস্তাটা পেরিয়ে ওপাশের কাঁচাবাজারে যেন পৌঁছে গেলো। ইনজামাম এখন ইলিশ মাছ কিনছে, দেখতে পেলো সে। জরিন পেছন থেকে ইনজির কাঁধে হাত রাখলো এবং বললো, এই ইনজি তাড়াতাড়ি করো। দুটো ইলিশ মাছ কিনতে এতোক্ষণ লাগে না কি?

আবার মেঘের ভেতর থেকে যেন একটি অপরূপ সিঁড়িকে নেমে আসতে দেখলো জরিন। জরিন উড়তে উড়তে সেই সিঁড়ির দিকেই যেন এবার এগিয়ে গেলো।

জরিনের সমস্ত শরীরটাকে মেঘগুলো ভিজিয়ে দিলো। মেঘে আর বাতাসের তোড়ে, বৃষ্টিতে মিলেমিশে একটি অলৌকিক কণ্ঠস্বর শুনলো জরিন, মা মা। একটি ফুটফুটে শিশুর কণ্ঠস্বর যেন দূর দিগন্তের কোনো খান থেকে একটি ছোট্ট মানবশিশু ডাকছে তাকে মা, মা!

বুকের ভেতরটা কেউ যেন মুচড়ে দিলো জরিনের। সে কি তাহলে এখন একটি ডুকরে ওঠা কান্নাকে চাপবার চেষ্টা করছে অনবরত! আবার অন্যদিকে জরিন কি তার বুকের ভেতরের একটি অন্তহীন ভাসমানতাকেও অশেষ করে রাখতে চায়? দোলনের মুখখানাও এখন মনে পড়লো তার। দোলন সেই যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, এখনো সেই মতো তার পাশেই আছে বন্ধু হয়েই।

অনেক বড় ডাক্তার হয়ে উঠেছে দোলন। 'দোলন সেবা' নাম দিয়ে সে এখন প্রতিষ্ঠা করেছে নামকরা একটি ক্লিনিকের।

একদিন দোলনই হাসতে হাসতে অফার দিয়েছিলো জরিনকে চাকরি করবার জন্যে। এই জরিন, করবি নাকি চাকরি? আমার 'দোলন সেবা' তো খুব ফুলে-ফেঁপে উঠেছে রে। আমি একা আর পারি না। তুই যদি করিস তাহলে তোর হাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ছেড়ে দিয়ে আমি ডাক্তারিটা একটু ভালোভাবে করতে পারি করবি?

দোলন, অনেকবারই এই অফারটা দিয়েছে জরিনকে।

অফারটা নেওয়ার ইচ্ছে জরিনেরও হয়েছিলো। এমনকি দোলনের এই 'দোলন-সেবা' প্রতিষ্ঠা পাবার বহু আগেই, কেন জানি না, জরিনের খুব ইচ্ছে হতো রোকেয়া আলীর ক্লিনিকে গিয়ে কোনো একটি চাকরি করবার। বিশেষ করে কোথাও যাওয়া-আসার পথে ওই ক্লিনিকটি দেখলেই জরিন রিকশা থামিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত বাড়িটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কিছুতেই রোকেয়া আলীর ক্লিনিকের ওই হলুদ রঙের বাড়িটার কথা ভুলতে পারে না। তার শরীরের একটা ছোট্ট অংশ ছিঁড়ে নিয়েছিলো এই বাড়িটি একদিন। আজ এতো বছর পরও জরিন ভাবে, তার শরীর থেকে ছিঁড়ে পড়া ছোট্ট ওই অংশটুকু একদিন তারই শরীরে যে কমতিটুকুকে সৃষ্টি করেছিলে, সেটা সে কোনো দিনও পূরণ করতে পারবে না।

একদিন তো জরিন খুবই থতমত খেয়েছিলো ইনজির সঙ্গে ওই হলুদ বাড়িটার রাস্তায়। রিকশায় তার পাশে যে ইনজামাম বসে আছে সে কথা জরিন কী করে যেন বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলো। এখনো সে কথা মনে পড়লে জরিনের শরীরটা কেঁপে ওঠে। জরিন রিকশাঅলাকে বলেছিলো, ওই ক্লিনিকটার সামনে একটু রাখো তো। হ্যাঁ, ওই হলুদ বাড়িটার সামনে।

ইনজামাম জরিনের এই হঠাৎ নির্দেশে অবাক হয়ে গিয়েছিলো সেদিন।

এই ক্লিনিকটার সামনে কেন, জরি?

সঙ্গে সঙ্গে, ইনজির কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পেয়েছিলো জরিন। জরিন থতমত খেয়ে বোকার মতো ইনজামামের দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে। তারপরই নিজেকে খুব দ্রুত প্রকৃতস্থ করে সপ্রতিভ হয়ে ওঠে এবং হেসে ফেলে। ইনজিও সেই হাসিতে প্রভাবিত হয়ে বোকার মতো হাসে।

জরিন বলেছিলো, ইনজি এটা হলো বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ রোকেয়া আলীর ক্লিনিক।

হ্যাঁ, ওনাকে নামে আমিও চিনি। বিখ্যাত গাইনি ডাক্তার। কিন্তু তুমি কি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ ডাক্তারের সঙ্গে?

ইনজি জরিনের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে

রোকেয়া আলীর রেলেভেন্স বোধ করে, প্রথমে অবাক হলেও প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই করেছিলো জরিনকে।

কিন্তু ইনজির সহজ প্রশ্নটাও একটা ধক করে ওঠা তৈরি করেছিলো জরিনের বুকের মধ্যে। ইনজামাম গভীর দৃষ্টিতে জরিনকে দেখেছিলো কয়েক সেকেন্ড।

জরিন, কী হয়েছে তোমার বলো তো?

জরিন সেই উদ্বেগের উত্তর না দিয়ে ইনজির আগের প্রশ্নের সূত্রে বললো, পাগল? আমি তোমাকে না জানিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবো?

তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার কথায় ফিরে আসে জরিন। আমার কাছে একটা জিনিস খুবই আশ্চর্য লাগছে, ইনজি।

কী?

আমার সব প্রিয় বান্ধবীর কথা বলেছি তোমাকে। এখন অবাক লাগছে, রুবীর কথাটা কেন তোমাকে বলা হয়নি। আমার খুবই বন্ধু ছিলো জানো। আমাদের মধ্যে সবার আগে তার বিয়ে হয়। এই ক্লিনিকেই বাচ্চা হবার সময় ও মারা যায়। আমরা কয়েক বান্ধবী মিলে ওর মৃত্যু সংবাদ শুনে ছুটে এসেছিলাম।

হতে পারে, জরি। ইনজামাম বলেছিলো। কিন্তু ইনজামামের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আবছা প্রশ্নেরও জন্ম হয়েছিলো এক মুহূর্তের জন্যে। ইনজি সেটা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলো। ইনজির সেই সঙ্গে ইমনের কথাও মনে পড়েছিলো। হয়তো সবটুকুনই সব সময় বলা হয়ে ওঠে না নানান কারণে, হতেই পারে!

রুবীর কথাটা তোমাকে যে কেন বলিনি, কী করে ভুলে গিয়েছিলাম ইনজি!

ইনজামাম জরিনের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না।

বৃষ্টির ঝরে পড়া ইতোমধ্যেই আরো একটু বেড়েছে। সেই সঙ্গে বাতাসও বোধ করি তার মাতলামিকে বাড়িয়ে নিয়েছে। এদিকে বৃষ্টির ছাঁটে জরিনের বুকের কাপড় এবং মুখমন্ডল অনেকটাই ভিজে উঠেছে, এটা হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলে জরিন টের পেলো। জরিন খুব দ্রুত ব্যালকনি থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেয়ালঘড়িতে চোখ বুলিয়ে ফের ফিরে এলো ব্যালকনিতে।

এদিকে আধঘণ্টার ওপর হয়ে গেলো, ইনজি এখনো বাজার থেকে ফিরলো না!

দেরি কেন হচ্ছে বুঝতে পারলো না জরিন। ভাবে সে একটু উদ্বেগ নিয়ে, এতোক্ষণ তো লাগার কথা নয়।

অ্যাপার্টামেন্টের ব্যালকনি থেকে সামনের রাস্তাটা সামনের কয়েকটি গাছের আড়াল থেকে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। জরিনের দুটো চোখ রাস্তার ওপরে বাইনোকুলারের মতো ইনজিকে যেন খুঁজতে থাকে।

এর মধ্যেই জরি টের পেল, সে এখন খানিকটা অস্থির হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে জরিনের বুকের মধ্যে একটা মৃদু ভয়ে তৈরি হচ্ছে। জরিন সেই মৃদু ভয়টাকে আকাশের মেঘের মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেখলো। সে দেখতে পেলো ভয়ের মৃদু সেই আবছায়াগুলো মেঘের ভেতর থেকে নেমে আসা সিঁড়িটার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফুটফুটে শিশুর ওপরও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়া সেই ভয়গুলোকে ইনজামাম প্রাণপণে মুছে দিচ্ছে ওই শিশুটির শরীর থেকে। ইনজিকে কিন্তু দমকা বাতাস আর ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেও কিছুতেই আর্দ্র বলে মনে হচ্ছে না, তবে একটু ক্লান্ত আর ঘর্মাক্ত দেখাচ্ছে।

জরিন এবার নিজের ভেতরে নিজেরই একটি চিৎকারিত কণ্ঠস্বরকে টের পেতে শুরু করলো। জরিন এখন অস্থির হয়ে মনে মনে ডাকলো ইনজি, ও ইনজি, দুটো মাছ কিনে আনতে গিয়ে এতো দেরি করছো কেন তুমি?

জরিন হঠাৎ লক্ষ করলো, কী কারণে রাস্তায় একটা যেন জটলার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে ছুটোছুটি এবং দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট চিৎকার, অ্যাকসিডেন্ট, অ্যাকসিডেন্ট! অ্যাকসিডেন্ট শব্দটি কানে যেতেই জরিন ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠলো। তার শিরদাঁড়াটা শিরশির করে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা ভিজে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেলো। জরিন দূর থেকে দেখতে পেলো একটি মিনিবাসকে কিছু মানুষের একটি জটলা ঘিরে ফেলেছে। চারদিকে ছুটোছুটি এবং হৈ চৈ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জরিনদের বাড়িটার সামনেও একচিলতে খালি জায়গায় কিছু লোক জড়ো হয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কথাবার্তা বলছে।

জরিন সবকিছু দেখতে পেলেও এখনো স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। তার দুটো চোখ এখন খানিকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলেও জরিন দেখতে পেলো, জটলা থেকে সামনের ফ্ল্যাটের সামাদ সাহেবের মতো দেখতে একজন মানুষ ব্যাগ হাতে এগিয়ে আসছে। আরো কাছাকাছি আসতেই জরিনের চোখের সামনে সামাদ সাহেবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিন তলার ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে পড়ে জরিন এবারে চিৎকার করে বললো, সামাদ ভাই, কী হয়েছে, রাস্তায়?

সামাদ সাহেব মুখ উঁচু করে ওপরের দিকে তাকালো। প্রশ্নকর্ত্রীকে দেখতে পেলো। আরে বলবেন না, ভাবী। অ্যাকসিডেন্ট। একটি মিনিবাস একটি রিকশাকে মেরে দিয়ে পালিয়েছিলো, কিন্তু লোকজন ঘিরে ফেলেছে। আহত রিকশাওয়ালাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে লোকজন। বাসের ড্রাইভারকে ধরতে পারেনি, পালিয়েছে। ইনজামাম সাহেব কই?

বাজারে গেছে। দেখা হয়নি বুঝতে পারছি, আপনার সঙ্গে। জরিনের ঠান্ডা দেহটি আবার উষ্ণ হতে শুরু করলো। সামাদ সাহেব বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলো। জরিনের হৃৎপিন্ডটি এখন আবার আগের মতোই যেন ধুকধুকানি শুরু করলো।

জরিন দ্রুত পায়ে ছুটে ব্যালকনি থেকে ঘরের ভেতরে চলে যায়। কতোকটা হরিণীর মতোই যেন নিজেকে অনুভব করলো।

ঘরে ঢুকে জরিন জাকির খানের তবলার একটি সিড়ি খুঁজে বের করে প্লেয়ারে চালিয়ে দিলো। সেই কবে ছোটবেলায় জরিন গান আর নাচ শিখতো, সেই কথা মনে পড়ে গেলো। এখনো অনেক নাচের খসড়া আর অনেক মুদ্রাকে সে ভুলে যায়নি। কিন্তু সেই সব নাচের খসড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি কেমন যেন অচেনা নৃত্যও জরিনের শরীরের মধ্যে জেগে উঠতে শুরু করলো।

আশ্চর্য! জাকিরের তবলার তালে তালে হঠাৎ করেই জরিন নাচতে শুরু করে দিলো। এখন জরিন নাচছে। খুবই একটা অপরূপ নৃত্যের মধ্যে জরিন এখন আস্তে আস্তে তার সমস্ত শরীরিটাকে সমর্পিত করতে শুরু করলো।

জরিন এখন নৃত্যের মুদ্রাগুলোকে ছড়াচ্ছে, জরিন এখন তার সমগ্র শরীর থেকে অন্তহীন নৃত্যগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এখন ডোরবেল বাজলো।

ডোরবেল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জরিন এক লাফে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। হ্যাঁ, ঠিকই আছে, ইনজিই এসেছে বাজার থেকে। জরিন এক ছোঁ মেরে ইনজামামকে টেনে এনে সোফার ওপর বসিয়ে দিলো।

ইনজি তো একটু বিস্মিত। কী ব্যাপার জরিন, তুমি ঘামছো কেন? দেখো, কী চমৎকার ইলিশ এনেছি।

রাখো তোমার ইলিশ, পরে দেখবো। দেখো তো আমার নাচটা এখন কেমন হচ্ছে? জরিন আবার নাচতে শুরু করলো। অবাক হয়ে ইনজি তাকিয়ে দেখতে থাকলো মুখে হাসি নিয়ে এবং অনুভব করলো, জরিনের শরীরের মধ্যে যেন অলৌকিক কোনো কিছু ভর করেছে? ভাবলো, আসলেই কী হয়েছে জরিনের?

ইনজি জরিনকে, যে এখন নাচছে, ডাকলো, পরীন, এই পরীন!

জরিন কোনো উত্তর দিলো না। শুধু নাচতে নাচতে সে তার ওষ্ঠে এক ধরনের রহস্যময় হাসিকে ছড়াতে থাকলো। ইনজামাম অমন হাসি জরিনের মুখে আর কখনো দেখেনি।

ইনজি আবার ডাকলো, পরী, শোনো, এই পরীন!

জরিন কোনো উত্তর দিলো না। নাচ ছেড়ে এক ঝটকায় ছুটে এসে ইনজামামের বুকে তার হাসিমাখা কম্পিত মুখখানাকে গুঁজে দিলো।

জরিন অস্ফুট কণ্ঠে বললো, আমি আর কখনো আল্লাহকে বকবো না!

ইনজামাম তার দুটো আঙুল দিয়ে শুধু জরিনের চিবুকে কিছু উষ্ণ অশ্রুকে স্পর্শ করলো। ইনজামাম যেন একটি অদ্ভুত সাহসকে সঞ্চয় করে জরিনের কণ্ঠস্বর কিংবা কিছু নাচের মুদ্রাকেও স্পর্শ করবার জন্যে চেষ্টা করলো উইকঅ্যান্ডের এই বৃষ্টিভেজা মেঘাচ্ছন্ন দিনটিতে। কিন্তু পারলো কি না সেটা সে বুঝতে পারলো না।

ইনজি শুধু বিড়বিড় করে বললো, পরীন, এই পরীন, খুব সুন্দরই তো হচ্ছিল তোমার নাচটি, আর একটু করো না দেখি!

অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন দিনে, বৃষ্টির ঝরে পড়া আর্দ্রতার মধ্যে ইনজি যেন দেখতে পেলো, জরিনের শরীরটা নৃত্যের অপরূপ মুদ্রার ভেতরে ভেঙে ভেঙে পড়ছে নিঃশব্দে অন্তহীন। আর পেছনে ঝরছে জাকির!

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**